বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

কমিটি শাখা-২১

www.parliament.gov.bd

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ২১ম বৈঠকের খসড়া কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২১ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ (০৬ শ্রাবন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ)।

সময় : বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩-০০ ঘটিকা।

স্থান : কেবিনেট কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, ২য় লেভেল, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

সভাপতি : জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু (পাবনা-১)।

২.০। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় সদস্যের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১।	জনাব আসাদুজ্জামান খান	সদস্য	১৮৫ ঢাকা-১২
২।	জনাব মোঃ আফছারুল আমিন	সদস্য	২৮৭ চট্টগ্রাম-১০
৩।	জনাব সামছুল আলম দুদু	সদস্য	৩৪ জয়পুরহাট-১
৪।	জনাব পীর ফজলুর রহমান	সদস্য	২২৭ সুনামগঞ্জ-৪
৫।	জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ	সদস্য	২৩৬ মৌলভীবাজার-২
৬।	বেগম রুমানা আলী	সদস্য	৩১৪ মহিলা আসন -১৪

৩.০। কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ; মোঃ আবদুল্লাহ্ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; ড. বেনজির আহমেদ পিপএম (বার), মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগের অধীনস্থ সংস্থার প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.০। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপসচিব (এফ.ও.সি) ও কমিটি সচিব জনাব মোঃ ফয়সাল মোর্শেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব এবিএম. বিল্লাল হোসেন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (গণংসযোগ) কুদরত উল হক ও অন্যান্য কর্মর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.০। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন,পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত হওয়ার পর এটি সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠক। এবারের ঈদুল আযহা আগে ও পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করায় সাধারণ মানুষ ধর্মীয় সম্প্রতি বজায়

রেখে নির্বিঘ্নে প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পেরেছেন– এ জন্য তিনি সংসদীয় কমিটির পক্ষ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত সকল বাহিনীর সদস্যদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় এবার দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের ঈদ আনন্দে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। শত প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন একটি উগ্র মৌলবাদী চক্র ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি নড়াইলে একটি ফেসবুক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটছে। তিনি এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অধিকতর সতর্কতা অবলম্ব এবং দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার সুপারিশ করেন।

৫.১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং সেবা ও সুরক্ষা বিভাগের সচিব প্রথমবারের মতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে যোগদান করায় সভাপতি কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের সাফল্য কামনা করেন।

৬.০। **আলোচ্যসূচী (ক) ঃ <u>২০তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;</u>**

৬.১। সভাপতির আহবানক্রমে **কমিটি সচিব** কর্তৃক কার্যবিবরণী কমিটিতে উপস্থাপিত হলে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরন করা হয়।

৭.০। **আলোচ্যসূচী (খ) ঃ <u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা;</u>**

৭.১। **সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ** কমিটিকে জানান যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির অভিপ্রায় অনুযায়ী, কক্সবাজারে সংসদীয় কমিটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারিত হওয়ার পর এটি আয়োজনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে না পারেন, সেজন্য মনিটরিং ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করা হয়েছে। ভালো ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২২ সালে বাহিনীর ১৬২ জন সদস্যকে বিভিন্ন পদক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আনসার সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, জীবনমান উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের বহুমুখী ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রমের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান, সংসদীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, দিন-ক্ষণ ঠিক করা হলে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক পাবনা জেলায় মহাসমাবেশ এবং আর্কেষ্ট্রা দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়াও তিনি কমিটিকে অবহিত করেন যে, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক কোনও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তবে মাধ্যমিক ও

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণের অবারিত সুযোগ রয়েছে।

৭.২ । বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে **সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ** জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নে দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ৩০ জুন ২০২২খ্রি. পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫০ হাজার মামলায় ৬২ হাজার মাদক ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় ৩০ জুন, ২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১ হাজার ৬৯৪ জন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে ১ হাজার ২৯০টি মামলা করা হয়েছে এবং অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। কক্সবাজার এলাকায় ইয়াবা চোরাচালানরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। তিনি কমিটিকে আরও জানান যে, দেশব্যপী মাদকের ক্ষতিকর ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারনের মধ্যে সর্বাধিক সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক 'সমন্বিত অ্যাকশন প্ল্যান' প্রস্তুত করা হয়েছে। এর আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ৪৫টি জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগ, জেলা, উপজেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সেটি বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে তিনি কমিটিকে জানান।

৭ .৩ । মাননীয় সদস্য **পীর ফজলুর রহমান** বলেন, সম্প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেছেন যে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসার পর থেকে মাদক চোরাচালান বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টিতে যদি রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসার পর মাদক চোরাচালান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ তিনি জানতে চান।

৭.৪ । মাননীয় সদস্য **পীর ফজলুর রহমান**-এর প্রশ্নের জবাবে মাননীয় **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান** বলেন, সম্প্রতি বিদেশি রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারদের উপস্থিতিতে 'রোহিঙ্গা ও নার্কোটেরোরিজম' শীর্ষক সেমিনারে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে মিয়ানমারে সামরিক শাসক ক্ষমতায় আসার পর অতীতের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি ইয়াবা বাংলাদেশে ঢুকছে মর্মে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের সাথে আলোচনা করলেও সেখানকার সামরিক সরকার ইয়াবা কারবারীদের বরং পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং অতীতের চেয়ে বেশি ইয়াবা বাংলাদেশে ঢুকছে। নাফ নদী ছাড়াও দুর্গম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা ঢুকছে মর্মে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি দুর্গম এলাকা পার হয়ে বান্দরবনের দিকে গেলে কিংবা খাগড়াছড়ি মূল শহর ছেড়ে ভেতরে ঢুকলে অনেক দুর্গম পথ রয়েছে, যেখানে সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারি করা সম্ভবপর হয় না। এমনও অনেক বিওপি রয়েছে; যেখান থেকে অন্য আরেকটি বিওপিতে যেতে দুই দিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এ পথটি সব সময় অরক্ষিত থাকলেও সরকার এ বিষয়ে কাজ করছে। তিনি কমিটিকে আরও অবহিত করেন যে, স্বল্প দূরত্বের (ঘন ঘন) বিওপি স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিওপিতে জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি টহল জোরদার করার জন্য দুটি

হ্যালিকাপ্টার সংযোজন করা হয়েছে এবং কোস্টগার্ডকে আধুনিকায়ণের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি মাদকের লাগাম টানতে অভ্যন্তরীণভাবে চাহিদা হ্রাস নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

৭.৫। সভাপতি বলেন, মূলত মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের হাত ধরেই বাংলাদেশে ইয়াবা চোরাচালান শুরু হয় এরপর সারা দেশে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। তিনি আরও বলেন, টিকটক নামক অ্যাপটি নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। এ অ্যাপটির নেতিবাচক ব্যবহার বেশি হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, গুজব, অপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ অ্যাপটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সুপারিশের প্রতি একমত পোষণ করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির উক্ত সুপারিশটি টিকটক বন্ধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও মাদক বাণিজ্য ও সেবন রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সরকার কর্তৃক আন্তরিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও বাংলাদেশের তরুণসমাজ মাদকের দিকে ঝুঁকছে এবং ইদানিং দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যেও মাদক সেবনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি মাদক নির্মূল করার জন্য তিনি সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যমত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের কোনও বিকল্প নেই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজরা মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে বিশ্বাস করেন এবং উক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলে তৃণমূল পর্যায়ে মাদকের বিস্তার রোধ করা সম্ভবপর হবে। একজন জনপ্রতিনিধিকে অবশ্যই তাঁর অনুসারীরা মাদকের সঙ্গে যুক্ত কিনা; সেটি সার্বক্ষণিকভাবে দেখতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দলেরই হোন না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে মাদকের বিস্তার রোধ করা সহজতর হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি মসজিদ, মন্দির এবং গোরস্থান কমিটি থেকে প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ভালো মানুষরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। মাদক কিংবা অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব পদে আসছেন। ফলে প্রকৃত সৎ মানুষরা সমাজ এবং দেশের জন্য অবদান রাখতে পারছেন না। দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গোরস্থান এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপসানালয়গুলোর কমিটি ইসালামী ফাউন্ডেশনের অধীন গঠন করা হলে এ বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন এবং বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংসদীয় কমিটির পরবর্তী যে কোনও সভায় ইসলামী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানোর অনুশাসন প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি মাদকের সঙ্গ জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় যা-ই হোক না কেন; অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি দেশের সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান। মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে দেশের কোনও পুলিশ সদস্য যাতে সমঝোতা না করেন, সে ব্যাপারে কঠোর অনুশাসন প্রধানের জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পুলিশ মহাপরির্দশের অধীনে অনেক ভালো কাজ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে যে-ই জড়িত থাকুক, তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বর্তমান পুলিশ

মহাপরিদর্শক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এ যুদ্ধে বিজয়ের কোনও বিকল্প নেই।

৭.৬ । মাননীয় সদস্য **জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ** এবারের ঈদুল আজহার সময় দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো থাকায় আইনশৃখলা বাহিনীর সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কমিটিকে জানান যে, তাঁর নির্বাচনি একায় সীমান্তবর্তী হওয়ায় সেখানে মাদক কারবারীদের দৌরত্ম্য ক্রমশ বাড়ছে। তিনি মাদক চোরাচালান রোধ এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে তাঁর নির্বাচনি এলাকা কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টিলাগাঁও ইউনিয়নে দুইটি নতুন পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, মৌলভীবাজার জেলায় কোনও সরকারি কর্মকর্তা সরকারি কাজে অবস্থান করলে অধিকাংশ কর্মকর্তা সরকারি সার্কিট হাউসে না থেকে উক্ত এলাকায় অবস্থিত একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন রিসোর্টে অবস্থান করেন; যেটি আইনসম্মত নয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, শ্রীমঙ্গলে বেশ কয়েকটি রিসোর্টে মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। উক্ত এলাকায় কোনও রিসোর্টে মদের লাইসেন্স না দেওয়ার অনুশাসন প্রদানের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন, 'টিকটক' নামের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের কিশোর-কিশোরীরা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিবেচনায় তিনি উক্ত অ্যাপসটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিকরা বিমানবন্দরে নানাবিধ হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। তিনি প্রবাসীদের বিমানবন্দরে হয়রানি রোধ এবং পুটারের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও তিনি কুলাউড়া উপজেলায় অবস্থানরত পুলিশদের উন্নততর আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৭.৭। ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)-এর মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত ইন্টারনেটের ৮০ শতাংশ ব্যয় হয় টিকটক অ্যাপের পেছনে। এ প্লাটফর্মটি ব্যবহার করে প্রতিহিংসামূলক, ভুল তথ্য, ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে এবং অ্যাপটির ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক ব্যবহার বেশি হচ্ছে। তিনি কমিটিকে জানান যে, সব ধরণের তথ্য-উপাত্তসহ টিকটক অ্যাপসটি বন্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে বিটিআরসির নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন যে, পাঁচ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি টিকটক বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ পাঁচ জন হলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, পিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা।

৭.৮। মাননীয় সদস্য **জনাব মোঃ আফছারুল আমিন** সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে টিকটক অ্যাপটি অনতিবিলম্বে বন্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি সংসদীয় কমিটির এ সুপারিশ টিকটক বন্ধের জন্য যে পাঁচ জন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ তাঁদের বরাবর প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, অত্র সংসদীয় কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে

সীমান্তে আরও বেশি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদারকরনের' বিষয়টি কমিটিতে উপস্থাপন করায় মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে গ্রামীন পর্যায় থেকে শুরু করে রাজধানী পর্যন্ত সর্বত্র কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হলে ধীরে ধীরে বড় চালান আসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং পর্যায়ক্রমে মাদক চোরাচালান হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে শুরু করে মাদক নির্মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বাহিনীর সদস্যদের তিনি অধিকতর সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

৮.০। আলোচ্যসূচী (গ) ঃ <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনাঃ</u>

৮.১। সভাপতি বলেন, অত্র সংসদীয় কমিটি কর্তৃক ই-পাসপোর্টের কার্যক্রম দেখার জন্য গ্রিস এবং জার্মানি পরিদর্শন করা হয়। সংসদীয় কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক উক্ত দুটি দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বাঙ্গালী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিষয়টি কমিটিতে উল্লেখ করেন। তাঁদের কতিপয় সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানায়। প্রকল্প পরিচালক সফর সঙ্গী ছিলেন, সে সব সমাধানের বিষয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি বলেন, ইউরোপীয় যুদ্ধাবস্থার কারনে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রবাসে অবস্থিত আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধাদের পার্সপোর্ট সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যা গুলোর সমাধান করা দরকার। বিশেষ করে ইউরোপে যাতায়াতকালে অনেকেই বিভিন্নভাবে দালালদের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার সময়, নিজেদের নাম, বা বাবার নাম, এমনকি ঠিকানা পরিবর্তন করে যায়। এখন বৈধ হওয়ার সময় কাগজপত্র ঠিক করতে সঠিক পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়। অনেকেই আবার দালালদের ভুলে পার্সপোর্ট করার সময় জন্ম তারিখ, বা নামের বানানের বিকৃতি ঘটে। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা না থাকলে, বা তারা কোন অপরাধি না হলে, তার বর্তমান পরিচয়ের সঠিকতা যাচাই করে (প্রয়োজনে প্রচলিত বিধি পরিবর্তন করে হলেও) তাদের পার্সপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতা, সমস্যার সমাধান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

প্রবাসী কর্মীরা বেশীরভাগ মধ্যপ্রাচ্যে, কিছু অংশ ইউরোপে গমন করে। তাই, পাসপোর্টে বাংলা ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি আরবী, ফ্রেন্চ এবং স্পেনিশ ভাষা সংযোজন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পার্সপোর্ট অধিদপ্তরের, বা প্রকল্পের জনবল সংকট হলে জরুরীভিত্তিতে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৮.২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পটভূমি, উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ, সেবা জিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম, রাজস্ব আয়, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ই-পাসপোর্ট প্রকল্প)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ কমিটিকে অবহিত করেন।

৮.৩। মাননীয় সদস্য **পীর ফজলুর রহমান** সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের বহু মানুষ বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। এ সব রেমিট্যান্স যোদ্ধারা যখন অবস্থানরত দেশে স্থায়ীভাবে বসাবস করার সুযোগ পান, তখন তথ্যে গরমিল থাকার কারণে তাঁরা দেশি পাসপোর্ট পান না। ফলে তাঁরা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ হারান। তিনি এ সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ই-পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন, বিদেশে দূতাবাসের মাধ্যমে অনেক প্রবাসীরা তাঁদের পাসপোর্টসংকান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন করলেও সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে। অথচ সেখানে এক শ্রেণির দালালের মাধ্যমে এ কাজটি সহজে করা যায়। তিনি প্রবাসীদের পাসপোর্ট করতে যাতে হয়রানীর শিকার না হয়, এবঙ তাদের পার্সপোর্ট যাতে সহজিকরন হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি আহবান জানান।

৮.৪। **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক** বলেন, বাংলাদেশ থেকে সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকরা কাজের জন্য বেশি যান। মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরিতে প্রবেশের সর্বনিম্ন সময়সীমা ২৫ বছর। কিন্তু বাংলাদেশী এ সকল প্রবাসীরা বয়স বেশি দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু দেশে যখন এ সকল প্রবাসীরা উত্তারাধিকারসূত্রে বিভিন্ন সম্পত্তির মালিক হন, তখন তাঁরা আসল এনআইডি কার্ড ব্যবহার করেন। বর্তমানে ই-পাসপোর্টের সাথে এনআইডি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে একই ব্যক্তি দেশে এবং বিদেশে দুই ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব প্রবাসীদের ই-পাসপোর্ট দেওয়া অসম্ভব বলে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, ইউরোপে সেনজেন ভিসায় শিক্ষিত বাংলাদেশি নাগরিকরা বেশি যান। তারা ইউরোপে প্রবেশ করার পর বাংলাদেশি পাসপোর্ট ফেলে দিয়ে মাইনর ক্যাম্পে আশ্রয় নেন, যেখানে তাঁদের বয়স ১৮ বছর দেখানো হয়। কিন্তু তাঁদের এ রেকর্ডটি থেকে যায়। ফলে নতুন পরিচয় পাওয়া এ সকল অবৈধ প্রবাসীদের ই-পাসপোর্ট সুবিধার আওতায় আনা সম্ভবপর নয়। ইতোপূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সভায় এ সকল প্রবাসীদের এক বছরের জন্য একটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে বলা হয়, বিদেশে যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁরা যদি বয়স কমানে চান, তাহলে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স কমানো যাবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে গত এক বছরে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে অনেকের পাসপোর্ট সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। বর্তমানে যাঁরা এ সুবিধা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন, তাঁদের সকলের পাঁচ বছরের অধিক সময় বয়স সংশোধনের দাবি করছেন। পাসপোর্টের আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখার জন্য এত বড় ধরনের পরিবর্তন আনার সুযোগ কম মর্মে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন।

৮.৪। **মাননীয় সদস্য বেগম রুমানা আলী** বলেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে বহু প্রবাসী বাংলাদেশে ফিরতে চান কিন্তু বাংলাদেশি ই-পাসপোর্ট না পাওয়ার কারণে তাঁরা দেশে আসতে পারছেন না। পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার পর সেটি পেতে তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তিনি এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৯.০। আলোচ্যসূচী (ঘ) ঃ দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের গৃহীত সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৯.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের গৃহীত সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা আলোচ্যসূচিটি পরবর্তী সভায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০। আলোচ্যসূচী (ঙ) ঃ বিবিধ:

১০.১। মাননীয় সদস্য **পীর ফজলুর রহমান** বলেন, সম্প্রতি সিলেটের সুনামগঞ্জে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। তিনি বন্যায় উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, তাঁর নির্বাচনি এলাকায় সম্প্রতি ভারতের একটি অনলাইন জুয়ার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। সেখানে বিদেশি মুদ্রায় জুয়ারিরা লেনদেন করে থাকেন। এর ফলে উক্ত এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। তিনি সুনামগঞ্জে অনলাইন জুয়া বন্ধ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি আরও বলেন, ঈদুল আজহার সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো থাকলে সড়কে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। তিনি সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে অত্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে অধিকতর সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি নড়াইলে দুইটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালানো হয়েছে, এক জন কলেজ শিক্ষককে অপদস্থ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শকের নিকট হতে বিবৃতি কামনা করেন।

১০.২। **বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক** বলেন, অত্র সভায় মাদক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং অনেকেই মাদকের চাহিদা হ্রাসের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি কমিটিকে জানান যে, মাদকের চাহিদা হ্রাসের বিষয়টি বাংলাদেশ পুলিশের ম্যান্ডেট নয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট। তবুও বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশে মাদকের ভয়াবহতা ও বিস্তার রোধকল্পে সীমান্তে সর্বাক্ষণিক নজরদারি বাড়ানো এবং এ জন্য বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজেবি)'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাংলাদেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ এবং নির্মূলকল্পে প্রধান সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা এবং জনবল আরও বৃদ্ধি করা হলে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা সম্ভবপর হতে পারে। এছাড়াও তিনি কারাগারের কলেবর বৃদ্ধি, মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দূরভীতকরণ, নিম্ন আদালতে মামলার ডকুমেন্ট পিপি এবং এপিপির নিকট থেকে পুলিশের কাছে পুনরায় ন্যস্তকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর পুলিশ কর্তৃক যে মামলাগুলো করা হয়, এর আশি ভাগ মামলা মাদক মামলা। এ সব দ্রুত নিষ্পত্তি করা হলে মাদক কারবারীদের সাজা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে। মাননীয় সদস্য **জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ**-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি

কমিটিকে জানান যে, পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট পলিসি রয়েছে। কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টিলাগাঁও ইউনিয়নে দুইটি নতুন পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র যদি পলিসি অনুযায়ী স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কুলাউড়া উপজেলায় পুলিশদের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত কল্পে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। **মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান**-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি কমিটিকে জানান যে, সুনামগঞ্জে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম রোধকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও তিনি নড়াইলে জেলা প্রশাসনের সকল কর্তকর্তার উপস্থিতিতে সংখ্যা লঘু নির্যাতনের ঘটনায় বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে কমিটির নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করে তদন্ত করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোনও গাফিলতি ছিল কিনা; সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ পুলিশ এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। তিনি কমিটিকে আরও অবহিত করেন যে, গত পাঁচ বছরে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা-নির্যাতন নিয়ে যে মামলাগুলো হয়েছে এর ৪০ শতাংশের বেশি মামলার চার্জশিট ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। চলমান মামলাগুলোর প্রতি পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। এছাড়াও তিনি সংখ্যা লঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধে দন্ডবিধি ২৯৫ (সি) ধারায় পরিবর্তন আনার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

১০.৩। **সভাপতি** বলেন, দেশ থেকে মাদকদের ভয়াবহতা রোধ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। সব পক্ষ মিলে এক সাথে আলোচনা করলে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে। এছাড়াও তিনি মাদকের বিস্তার রোধকল্পে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে আরও শক্তিশালী এবং আধুনিকায়নের পক্ষে মতামত পোষণ করেন। সীমান্তের দুর্গম এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করতে পারলে দেশে মাদকের প্রবেশ কমে যাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধির পক্ষে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কমিটিকে আরও জানান যে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সহযোগিতা সংগঠন নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ কার্যক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সকল সংগঠনের ফান্ড কোথা থেকে আসে, সংগঠনের কোনও আইনি অনুমোদন আছে কিনা; তিনি সেটি খতিয়ে দেখার জন্য দেশের সকল আইন-শঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক থাকার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, নড়াইলে এক জায়গায় স্ট্যাটাস দেওয়ার পর অন্য আরেক বাজারে অগ্নিসংযোগের বিষয়টি সাথে শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ানো নয়, রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি এ বিষয়গুলোর দিকে অধিকতর মনযোগ দেওয়ার জন্য দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যদের অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি ধর্মীয় সম্প্রতি রক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে সকল ধরণের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরার জন্য উক্ত কার্যক্রমে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি দেশের সকল উপজেলায় ওসিগণ যাঁতে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে থাকতে পারেন, সে রকম আবাসন নিশ্চিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, সরকারি কর্মচারি স্বামী-স্ত্রী হলে তাদের কাছাকাছি স্টেশনে পদায়ন করলে তাঁরা নিজদের কাজের প্রতি অধিক মনযোগী হতে পারবেন। তিনি এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে পদায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর নির্বাচনি এলাকা সাঁথিয়া-বেড়া উপজেলার বর্ডার

লাইনে একটি পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা যায় কিনা; সেটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি কমিটিকে আরও অবহিত করেন যে, তাঁর নির্বাচনি এলকায় আবারও নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী এবং নকশালের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্প্রতি সেখানে একটি খুন হয়েছে। তিনি এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০.৪। মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী** বলেন, অত্র সংসদীয় কমিটিতে সদস্যগণ মাদক নির্মূলসহ বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। কমিটির মাননীয় সদস্যগণ যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলো সমাধানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ অধিকতর মনোযোগি হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি কমিটিকে জানান যে ফেসবুক, টিকটকসহ নানাবিধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে দেশে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করছে মর্মে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, টিকটক বন্ধের ব্যাপারে মাননীয় সদস্যগণ যে পর্যবেক্ষণসমূহ প্রদান করেছেন, সেগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১১.০। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ</u>

১১.১। দেশের মসজিদ, মন্দির, গোরস্থান এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপসানালয় গুলোর কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কীভাবে ইসলামী ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করা যায়–এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংসদীয় কমিটির পরবর্তী সুবিধাজনক সভায় ইসলামী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়;

১১.২। দ্রুততম সময়ের মধ্যে টিকটক অ্যাপটি বন্ধ করার নিমিত্ত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-বিভাগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.৩। পাবনা জেলার বেড়া-সাথিয়া উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানে এবং কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টিলাগাঁও ইউনিয়ন নতুন পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা যায় কিনা, সেটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

১১.৪। পাবনা জেলায় নকশাল ও অন্যান্য চরমপন্থীদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় পুলিশের নজদারি বৃদ্ধি ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এক জনের খুন হওয়ার বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

১১.৫। স্বামী এবং স্ত্রী সরকারি চাকুরিতে কর্মরত থাকলে তাঁদের পাশাপাশি কর্মস্থলে পদায়নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার সুপারিশ করা হয়;

১১.৭। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহযোগিতার নামে বিভিন্ন এনজিও যে সকল কার্যক্রম চালাচ্ছে; সে সকল এনজিওর সরকারি অনুমোদন আছে কিনা এবং এ সকল সংগঠনের আর্থিক উৎসের বিষয়টি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

১১.৮। সাম্প্রতিক নড়াইলে সংখ্যা লঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় অপরাধিদের শাস্তির আওতায় আনার সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.৯। সংখ্যা লঘু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২৯৫ (সি) ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনী উদ্যোগ গ্রহনের সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.১০। পার্সপোর্ট অধিদপ্তর, ই-পার্সপোর্ট প্রকল্পের সেবা অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.১১। পার্সপোর্ট প্রত্যাসীদের বিভিন্ন সমস্যা-তথ্যের পরিবর্তন,গড়মিল ইত্যাদি নিরসনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রনয়ন করে তার বাস্তবায়নের জরুরীভাবে উদ্যোগ গ্রহনের সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.১২। পার্সপোর্টে বাংলা ইংরেজীর পাশাপাশি আরবী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা সংযোজন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১১.১৩। ই-গেইট এবঙ অটোমেটেড বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, স্থল বন্দর এবং নৌবন্দর সমূহকে একই নেট ওয়ার্কে সমন্বিত করে যুগোপযোগী ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ গ্রহন করা হয়;

১২.০। অতঃপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৬:০০ ঘটিকায় মাননীয় সভাপতি বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু, এমপি)
সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।